"মিষ্টি বাচ্চারা -- আত্মা রূপী জ্যোতিতে জ্ঞান যোগের ঘৃত ঢাললেই জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত থাকবে, জ্ঞান আর যোগের পার্থক্য ভালোভাবে বুঝতে হবে"

***প্রশ্নঃ -** বাবার কার্য প্রেরণা দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না, তাঁকে এখানে আসতেই হয় কেন ?*

***উত্তরঃ -** কেননা মানুষের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তমোপ্রধান বুদ্ধি ঈশ্বরের প্রেরণা অনুভব করতে অক্ষম । সেইজন্য বলা হয় আকাশ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো* ...

***গীতঃ-** ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন, এই ধরিত্রীতে নেমে এসো* ...

ওম্ শান্তি । ভক্তরা এই গান রচনা করেছে । এর অর্থ কত সুন্দর । বলা হয় আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এসো। আকাশ তো এখানে । এটাই হলো থাকার জায়গা (লৌকিক দুনিয়া)। আকাশ থেকে তো কোনো কিছু আসতে পারে না। বলা হয় আকাশ সিংহাসন । আকাশ তত্ত্বে তোমরা বাস করো আর বাবা থাকেন মহাতত্ত্বে । তাকে ব্রহ্ম বা মহাতত্ব বলা হয়, যেখানে আত্মারা বাস করে। বাবা অবশ্যই ওখান থেকেই আসবেন । কেউ তো আসবে তাইনা । বলা হয় তুমি এসে আমাদের জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করো । গাওয়াও হয়ে থাকে অন্ধের সন্তান অন্ধই হয় আর জ্ঞানীর সন্তান জ্ঞানদীপ্ত । শাস্ত্রে ধৃতরাষ্ট্র আর যুধিষ্ঠিরের নাম লেখা হয়েছে । এই সন্তানরা হলো রাবণের । মায়া রূপী রাবণ। সবারই রাবণের বুদ্ধি, তোমাদের এখন ঈশ্বরীয় বুদ্ধি । বাবা এসে তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দিচ্ছেন । রাবণ তালা বন্ধ করে দেয়। কেউ যখন কিছু বোঝেনা তখন তার সম্পর্কে বলা হয় এর তো পাথর বুদ্ধি (অন্তঃসারশূন্য)। বাবাই এসে এখানে জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করেন তাইনা । প্রেরণা দ্বারা কাজ হয়না। আত্মা যা সতোপ্রধান ছিল, তার শক্তি এখন কমে গেছে, তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সম্পূর্ণরূপে মলিন হয়ে গেছে । কোনো মানুষ মারা গেলে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে । প্রদীপ কেন জ্বালায় ? ওরা প্রদীপ জ্বালায় কারণ তারা ভাবে যে ,যখন প্রদীপ জ্বালানো হয় তখন সেই আত্মা অন্ধকারে থাকবে না । এখানে প্রদীপ জ্বালালে ওখানে আলোকিত কি করে হবে? কিছুই জানে না । তোমরা এখন বিচক্ষণ বুদ্ধির হচ্ছ। বাবা বলেন আমি তোমাদের বিচক্ষণ বুদ্ধি সম্পন্ন করে তুলি। জ্ঞানের ঘৃত ঢালি। এটাও বোঝার বিষয় । জ্ঞান আর যোগ দুটো আলাদা বিষয় । যোগকে জ্ঞান বলেনা। কেউ কেউ মনে করে ভগবান এসে জ্ঞান প্রদান করে বলেন আমাকে স্মরণ কর। কিন্তু একে জ্ঞান বলেনা। এখানে তো বাবা আর তাঁর বাচ্চারা । বাচ্চারা জানে যে ,ইনি আমাদের পিতা। এর মধ্যে জ্ঞানের প্রশ্নই নেই । জ্ঞান তো বিস্তৃত । এতো শুধুমাত্র স্মরণ । বাবা বলেন আমাকে শুধু স্মরণ কর , আর কিছু নয়। এতো সাধারণ বিষয়, একে জ্ঞান বলে না। বাচ্চা জন্ম নিয়েছে সুতরাং বাবাকে স্মরণ তো করবেই তাইনা। জ্ঞান তো বিস্তারিত । বাবা বলেন আমাকে স্মরণ কর-- এ কোনও জ্ঞান নয়। তোমরা স্বয়ং জান ,আমরা আত্মা আমাদের পিতা পরম আত্মা, পরমাত্মা । একে কি জ্ঞান বলবে ? বাচ্চারা বাবাকে আহ্বান করে । জ্ঞান তো হলো নলেজ , যেমন কেউ এম.এ পড়ে , কেউ বি.এ পড়ে । কত অসংখ্য বই পড়ে । বাবা বলেন তোমরা আমার সন্তান তাইনা, আমি তোমাদের বাবা । আমার সাথে যোগযুক্ত হও অর্থাত্ স্মরণ কর । একে জ্ঞান বলে না। বাচ্চারা তোমরা তো আছই । তোমরা আত্মারা কখনোই বিনাশ হওনা। কেউ মারা গেলে তার আত্মাকে ডাকে, শরীর তো শেষ হয়ে গেছে সুতরাং আত্মা ভোজন কি করে করবে ? ভোজন তো ব্রাহ্মণই করবে । এসবই হলো ভক্তি মার্গের নিয়ম । এমনটাও নয় যে আমাদের বলাতে ভক্তি মার্গ বন্ধ হয়ে যাবে । সেতো চলেই আসছে। আত্মা তো এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে।

বাচ্চাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আর যোগের পার্থক্য স্পষ্ট হওয়া উচিত । বাবা যে বলেন আমাকে স্মরণ কর, এ জ্ঞান নয়। বাবা যে ডায়রকশন দেন, একে যোগ বলা হয় । জ্ঞান হলো সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে — তার নলেজ । যোগ অর্থাত্ স্মরণ । বাচ্চাদের কর্তব্য হলো বাবাকে স্মরণ করা। ওরা হলো লৌকিক আর ইনি হলেন পারলৌকিক পিতা । বাবা বলেন আমাকে স্মরণ কর । সুতরাং জ্ঞান আলাদা বিষয় । বাচ্চাদের কি বলতে হয় যে বাবাকে স্মরণ কর ! লৌকিক বাবা তো জন্মাবার সাথেই স্মরণ আসে। এখানে বাবাকে স্মরণ করার জন্য মনে করিয়ে দিতে হয় । এতেই পরিশ্রম। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর — এটাই পরিশ্রমের কাজ । সেইজন্যই বাবা বলেন যোগে স্থায়ীত্ব নেই। বাচ্চারা বাবাকে লেখে — বাবা স্মরণ করতে ভুলে যাই । এমনটা লেখে না যে, জ্ঞান ভুলে যাই। জ্ঞান তো অতিব সহজ । স্মরণ করাকে জ্ঞান বলা হয় না, এতেই (স্মরণে) মায়ার তুফান আসে । হতে পারে জ্ঞানে কেউ খুব তীক্ষ্ম, খুব ভালো মুরলী পড়তে পারে কিন্তু বাবা জিজ্ঞাসা করেন — স্মরণের চার্ট বের কর, কত সময় স্মরণ করেছ ? বাবাকে স্মরণের চার্ট যথার্থ রীতিতে তৈরি করে

দেখাও। স্মরণই হলো প্রধান বিষয় । পতিতরাই আহ্বান করে বলে এসে পাবন করে তোল । প্রধান বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়া, এতেই মায়া বিঘ্ন ঘটায় । শিব ভগবানুবাচ — স্মরণে সবাই ভীষণ কাঁচা । ভালো-ভালো বাচ্চারা যারা খুব ভাল মুরলী পড়ে কিন্তু স্মরণে ভীষণ কমজোর। যোগ দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। যোগ দ্বারাই কর্মেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ শান্ত হতে পারে । এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ যেন স্মরণে না আসে । কোনও দেহধারীও যেন স্মরণে না আসে । আত্মারা জানে এই সম্পূর্ণ দুনিয়া বিনাশ হবে, আমরা ফিরে যাব নিজের ঘরে। তারপর রাজধানীতে আসব। এটা সবসময় বুদ্ধিতে থাকা উচিত । জ্ঞান যা প্রাপ্ত হচ্ছে তা আত্মার মধ্যে থাকা উচিত । বাবা হলেন যোগেশ্বর, যিনি স্মরণ করতে শেখান। বাস্তবে ঈশ্বরকে যোগেশ্বর বলা যায় না । তোমরা হলে যোগেশ্বর । বাবা বলেন আমাকে স্মরণ কর । এই স্মরণ শেখান যিনি তিনিই ঈশ্বর রূপী বাবা। ঐ নিরাকার পিতা শরীর দ্বারা শেখান। বাচ্চারাও শরীর দ্বারা শোনে। কেউ-কেউ যোগে খুব কাঁচা । একদমই স্মরণ করেনা। জন্ম-জন্মান্তরে যা পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে সবকিছুই জন্য সাজা খেতে হবে । এখানে আসার পরও যে পাপ করে তার শতগুণ সাজা খেতে হবে । জ্ঞানের টিক-টিক তো খুব করে, কিন্তু যোগ একদমই নেই যে কারণে পাপ ভস্ম হয়না, কাঁচাই থেকে যায়, সেইজন্যই প্রকৃত মালা ৮ এর তৈরি হয়েছে । নবরত্ন (৯) বলা হয় (নবরত্ন) । ১০৮ রত্ন কবে শুনেছ ? ১০৮ রত্নের কোনও কিছু তৈরি হয়না। অনেকেই আছে যারা এই বিষয় সম্পূর্ণরূপে বোঝেনা । স্মরণকে জ্ঞান বলেনা। জ্ঞান সৃষ্টি চক্রকে বলা হয় । শাস্ত্রে জ্ঞান নেই, ঐ সব শাস্ত্র হলো ভক্তি মার্গের । বাবা স্বয়ং বলেন আমাকে এদের সাথে তোমরা মিলিও না (ভক্তি মার্গের শাস্ত্রের সাথে)। সাধু, সন্ত ইত্যাদি সবাইকে উদ্ধার করতে আমিই আসি। ওরা ভাবে ব্রহ্মতে লীন হতে হবে । দৃষ্টান্ত তুলে ধরে জলের বুদবুদের।এখন তোমরা এসব বলনা। তোমরা জান আমরা আত্মারা বাবার সন্তান । "মামেকম্ স্মরণ করো" - একথা বলে, কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না । যদিও বলে থাকে আমরা আত্মা কিন্তু আত্মা কি , পরমাত্মা কি — এই জ্ঞান একদমই নেই । এসব কথা বাবাই এসে শোনান। এখন তোমরা জান আমরা আত্মাদের ঘর ওখানে। সম্পূর্ণ বংশবৃদ্ধি বৃক্ষ সেখানে বিদ্যমান । প্রতিটি আত্মা নিজ-নিজ ভূমিকা পেয়েছে । সুখ প্রদান করেন কে, দুঃখ কে দেয় — এও কারো জানা নেই।

ভক্তি হলো রাত, জ্ঞান হলো দিন । ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা ধাক্কা খাও। তারপর আমি এসে তোমাদের সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান শোনাই এতে কত সময় লাগে ? সেকেন্ড । এতো গাওয়াও হয়ে থাকে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি । তোমাদের যিনি পিতা তিনিই পতিত-পাবন । ওঁনাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ এই হলো চক্র । নামও জানে কিন্তু পাথর বুদ্ধি । সুতরাং সময় কারও জানা নেই । ভাবে ঘোর কলিযুগ । যদি কলিযুগ এখনও চলতে থাকে তবে আরও ঘোর অন্ধকারে তলিয়ে যাবে সেইজন্য গাওয়াও হয় — কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিল আর বিনাশ হয়ে গেছে । সামান্য জ্ঞান শুনলেও প্রজা হবে। কোথায় এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, কোথায় প্রজা। পড়ান তো একজনই । প্রত্যেকের নিজ -নিজ ভাগ্য আছে । কেউ তো স্কলারশিপ পায়,কেউবা ফেল করে যায় । কেন ধনুক এবং তীরের প্রতীক নিয়ে রামকে চিত্রিত করা হয়েছে? কারণ সে অসফল হয়েছে । এটাও গীতা পাঠশালা , কেউ তো কোনও মার্কস নেওয়ার যোগ্যই নয়। আমি আত্মা বিন্দু, বাবাও বিন্দু এভাবেই তাঁকে স্মরণ করতে হবে । যারা একথা বুঝতেই পারে না, তারা কি পদ প্রাপ্ত করবে ! স্মরণে না থাকার কারণে অনেক লোকসান হয়ে যায় । স্মরণ শক্তি কামাল করে দেয়,কর্মেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ শান্ত, শীতল হয়ে যায় । জ্ঞান দ্বারা শান্ত হবেনা, যোগবল দ্বারাই শান্ত হবে। ভারতবাসী বাবাকে আহ্বান করে বলে তুমি এসে আমাদের ঐ গীতা জ্ঞান শোনাও, কে আসবে শোনাতে ? কৃষ্ণের আত্মা তো এখানে। কেউ সিংহাসনে তো বসে নেই যাকে ডাকা হয়। যদি কেউ বলে আমি ক্রাইস্টের আত্মাকে স্মরণ করি । সেও তো এখানেই আছে, ওরা তো জানেই না যে ক্রাইস্টের আত্মা এখানেই আছে, ফিরে যেতে পারবে না । লক্ষ্মী-নারায়ণ, প্রথম নম্বর স্থানাধিকারীদের সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিতে হবে তবে কিভাবে ফিরে যাবে।

সব হিসেবের মধ্যে আছে, তাইনা । মানুষ যা কিছু বলে সে তো মিথ্যে। অর্ধকল্প হলো মিথ্যে খন্ড, অর্ধকল্প সত্য খন্ড । এখন প্রত্যেককে বোঝান উচিত — এই সময় সবাই নরকবাসী আবার এই ভারতবাসীরাই স্বর্গবাসী হয়ে ওঠে। মানুষ কত বেদ, শাস্ত্র, উপনিষদ ইত্যাদি পড়ে, কিন্তু এসব পড়ে কি মুক্তি পাওয়া যায় ? নিচে তো নামতেই হবে । প্রতিটি জিনিসকে সতো, রজো,তমোর মধ্যে দিয়ে অবশ্যই আসতে হবে । নিউ ওয়ার্ল্ড কাকে বলে, কারো এই জ্ঞান নেই । বাবা সামনে বসে এসব বুঝিয়ে বলেন । দেবী-দেবতা ধর্ম কবে, কে স্থাপন করেছিল— ভারতবাসীরা এ বিষয়ে কিছুই জানে না । সুতরাং বাবা বুঝিয়েছেন — জ্ঞানে যতই ভালো হোক না কেন কিন্তু যোগে কিছু বাচ্চারা অসফল। যোগ না হলে বিকর্ম বিনাশ হবে না, উচ্চ পদও প্রাপ্ত হবে না । যে যোগে মশগুল থাকবে, সে-ই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । তার কর্মেন্দ্রিয় সম্পূর্ণ রূপে শীতল হয়ে যাবে । দেহ সহ সবকিছু ভুলে দেহী-অভিমানী হয়ে ওঠো। আমরা অশরীরী এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । উঠতে -বসতে মনে কর — এই শরীর তো ছাড়তে হবে । আমার ভূমিকা পালন করেছি, এখন ঘরে ফিরতে হবে । জ্ঞান

তো পেয়েছি, যেমন বাবার মধ্যে জ্ঞান আছে, তাঁকে তো আর অন্য কাউকে স্মরণ করতে হবে না । স্মরণ তো বাচ্চারা তোমাদের করতে হবে । বাবাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । যোগের সাগর তো বলবে না তাইনা । উনি এসে চক্রের নলেজ শোনান আর নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন । স্মরণকে জ্ঞান বলেনা। স্মরণ তো বাচ্চাদের সহজেই এসে যায় । স্মরণ তো করতেই হবে নয়তো উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত হবে ? বাবা আছেন যখন উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে । বাকি সবটাই নলেজ । আমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়ে থাকি, তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান, সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান কিভাবে হই, এসবই বাবা বোঝান । এখন বাবার স্মরণে থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । তোমরা আত্মিক বাচ্চারা এসেছ আত্মিক বাবার কাছে, ওঁনার শরীরের আধার তো চাই তাইনা । বাবা বলেন আমি বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করি। এ হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা। যখন বাবা আসেন তখন সম্পূর্ণ বিশ্বের কল্যাণ হয়। ইনি হলেন (ব্রহ্মা) ভাগ্যশালী রথ ,এনার দ্বারা কত সার্ভিস হয়। সুতরাং শরীরের ভান ছাড়ার জন্য স্মরণ প্রয়োজন । বেশি করে স্মরণ করা শেখাতে হবে । জ্ঞান তো সহজ। ছোট বাচ্চারাও শুনিয়ে দেবে। স্মরণেই পরিশ্রম আছে। একজনকেই স্মরণ করা, একে বলে অব্যভিচারী স্মরণ । কারো শরীরকে স্মরণ করা — সে হলো ব্যভিচারী । স্মরণ দ্বারা সবাইকে ভুলে অশরীরী হতে হবে । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) স্মরণ শক্তি দ্বারাই নিজের কর্মেন্দ্রিয়কে শীতল, শান্ত বানাতে হবে । ফুল পাশ করার জন্য যথার্থ রীতিতে বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হতে হবে ।

২) উঠতে-বসতে যেন বুদ্ধিতে থাকে যে, আমরা এখন শরীর ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাব । যেমন বাবার মধ্যে সব জ্ঞান পরিপূর্ণ, তেমনই মাস্টার জ্ঞান সাগর হতে হবে ।

বরদানঃ- লৌহ সমান (অজ্ঞানী, মরচে পড়া) আত্মাকে পারস করে তুলতে সমর্থ মাস্টার পারসনাথ ভব*

তোমরা সবাই পারসনাথ বাবার সন্তান, মাস্টার পারসনাথ —সুতরাং যেমনই লৌহ সমান আত্মা হোক না কেন তোমাদের সঙ্গ পেয়ে সেই লোহাও পারস হয়ে উঠবে । এ তো লোহা — এমনটা কখনও ভেবো না । পারসের কাজই হলো লোহাকে পারস করে তোলা । এই লক্ষ্য আর লক্ষণ সবসময় স্মৃতিতে রেখে প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি কর্ম করো, তবেই অনুভব হবে যে আমি আত্মার লাইটের কিরণ অনেক আত্মাকে গোল্ডেন হয়ে ওঠার শক্তি প্রদান করছে।

স্লোগানঃ- প্রতিটি কার্য সাহসিকতার সাথে করলে সবার সম্মান প্রাপ্তি হবে ।*